

২৩ পৌষ ১৪২৬

০৭ জানুয়ারি, ২০২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গণহত্যা জাদুঘরকে প্রধানমন্ত্রীর অনুদান

দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র গণহত্যা জাদুঘরকে অনুদান প্রদান করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৬ জানুয়ারি ২০২০, সোমবার সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণহত্যা জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ড. মুনতাসীর মামুনের হাতে অনুদানের এই চেক তুলে দেন। এই সময় ট্রাস্টি বোর্ডের সহ-সভাপতি শিল্পী হাশেম খান, ট্রাস্টি কবি তারিক সুজাত ও ট্রাস্টি ড. চৌধুরী শহীদ কাদের উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এই সময় গণহত্যা জাদুঘরের নতুন ভবন নির্মাণ প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। ট্রাস্টি সভাপতি ড. মুনতাসীর মামুন মুজিব বর্ষ উপলক্ষে গণহত্যা জাদুঘর নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন, এই সময় ভাস্কর মাহমুদুল হাসানও উপস্থিত ছিলেন। গণহত্যা জাদুঘরের প্রকাশিত গণহত্যা জরিপ সিরিজ, নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা ও অন্যান্য প্রকাশিত বই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেয়া হয়। ট্রাস্টি কবি তারিক সুজাত জাদুঘরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গণহত্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারের পোস্টার প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। গণহত্যা জাদুঘর ট্রাস্টকে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করায় ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ট্রাস্টি সভাপতি ড. মুনতাসীর মামুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতনকে জনমানসে তুলে ধরতে ২০১৪ সালের ১৭ মে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম গণহত্যা-নির্যাতন বিষয়ক জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় খুলনার একটি ভাড়া বাড়িতে। জাদুঘরের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে গণহত্যা জাদুঘর ট্রাস্টকে খুলনার সাউথ সেন্ট্রাল রোডে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দ করেন। এ বাড়িতেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছয় তলা বিশিষ্ট আধুনিক জাদুঘর ভবন নির্মিত হচ্ছে। গণহত্যা জাদুঘরটি একটি ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

বার্তা প্রেরক-

মো. রোকনুজ্জামান বাবুল

ডেপুটি কিউরেটর

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর